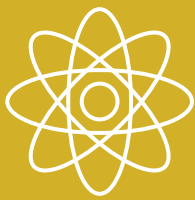


শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ ও মুক্তমনা  
শিক্ষা যুক্তি বিজ্ঞান মানবতা হোক আমাদের আলোকবর্তিকা



মুক্তাশ্রেষা

মুক্তাশ্রেষা

তৃতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা : মার্চ ২০১০

শিক্ষা-যুক্তি-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক

## মুক্তাশেষা



তৃতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা : মার্চ ২০১০

## পরিচালনা পর্ষদ

আকমল হোসেন  
এইচ কে এস আরেফিন  
বশীর আল হেলাল  
অধ্যাপক আবিদুর রেজা  
শামসুল ওয়ারেস  
মামুনুর রশীদ  
সফিউদ্দিন আহমেদ  
মাওলানা হোসেন আলী  
ডা. ওয়াহিদ রেজা  
সৈয়দ আবুল কালাম  
মাহবুব সাঈদ  
মাহফুজা খানম  
হারুন আল রশীদ  
কাওসার চৌধুরী  
জাহেদ আহমদ

## সম্পাদনা পর্ষদ

অজয় রায়, সম্পাদক  
শহিদুল ইসলাম  
হাসান আজিজুল হক  
অনন্ত বিজয় দাশ  
সাইফুর রহমান তপন, সহযোগী সম্পাদক

## যোগাযোগ

২৭/১১/১-ক, তোপখানা রোড (৫ম তলা)  
ঢাকা-১০০০  
ফোন: ০১৭১৬ ০১৫২৭০, ০১৫৫ ৬৩২৭৭৫৭  
ই-মেইল: [tapan@spb.org.bd](mailto:tapan@spb.org.bd)  
[muktanwesa@yahoo.com](mailto:muktanwesa@yahoo.com)  
প্রচ্ছদ: স্থপতি অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস  
মুদ্রণ: সুন্দরম। ০১৮১৯-২৭৯৬২৯  
দাম: ৩০.০০  
বিদেশ: US\$ 3.00

## সূচিপত্র

সম্পাদকীয় । ০৪

পাঠকের পাতা । ০৫

কল্পলোকের সীমানা পেরিয়ে: এডু ডেডু ♦ বন্যা আহমেদ । ০৭

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতায় হিন্দু মিথোলজি ♦ অজয় রায় । ১২

মরে যাবার অনুভূতি কেমন ♦ রহমান ম. মাহবুব । ১৮

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা ♦ শহিদুল ইসলাম । ২৪

মানব প্রকৃতির জৈববিজ্ঞানীয় ভাবনা ♦ অভিজিৎ রায় । ৩১

বাংলার মনীষীদের শিক্ষাভাবনা ♦ ত্রিপুরাশঙ্কর সেন । ৪৩

কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই ♦ সেলিনা হোসেন । ৫৯

সময়ের বুকে ক্ষত জমে আছে... ♦ শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী । ৬১

মুক্তিযোদ্ধা বানু বিবি আজও পরাধীন ♦ মুক্তাশ্বেষা প্রতিবেদক । ৬৩

পিছন ফিরে দেখা ১৯৭১ ♦ খুররম মমতাজ । ৬৪

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা তসলিমা নাসরিনের আবেদন । ৬৮

কবিতা ♦ বেলাল মোহাম্মদ । ৭০

পুস্তকের জগতে ♦ অজয় রায় । ৭২

## সম্পাদকীয়

মুক্তাশেষার ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে মুক্তাশেষা তিন বছর অতিক্রম করল। চলমান সংখ্যাটি ৬ষ্ঠতম। এটি বের হওয়া উচিত ছিল গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে, কিন্তু বের হল মার্চে। পিছিয়ে পড়া দুটি মাসকে আমরা কিছুতেই অতিক্রম করতে পারছি না। আমাদের ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু কোন কৈফিয়ৎ হাজির করতে চাই না।

মহাজোট সরকার এক বছর অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার কার্য সমাধা এবং রায় কার্যকর করা হয়েছে; উচ্চ আদালতের রায়কে কাজে লাগিয়ে ৭২-এর সংবিধানে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এগুলোকে সরকারের সাফল্য বলে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও জঙ্গিবাদের হিংস্র থাবায় আমরা ক্ষত বিক্ষত, আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন বলে পরিচিত ছাত্রলীগের দৌরাড্য সকল সীমা অতিক্রম করে গেছে। ফেব্রুয়ারিতে রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে পাহাড়ি-বাঙালি দাঙা লাগিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে তা গভীর উদ্বেগজনক। পাহাড়িদের ভূমি সমস্যা সমাধানে বিগত সরকারের মত এ সরকারেরও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে। সমুদ্রের গ্যাসরকগুলো জাতীয় স্বার্থবিরোধী পিএসসি-র মাধ্যমে বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ করায় তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির নেতা-কর্মীদের ওপর যেভাবে হামলা চালানো হয়েছে তা যে কোন দেশপ্রেমিক মানুষকেই বিক্ষুব্ধ করেছে। এসব চলতে থাকলে সরকারকে এর জন্য উচ্চ মূল্য দিতে হবে এ কথা নির্দিষ্ট বলা যায়।

তসলিমা নাসরিনের দেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে সরকারের নিস্পৃহতা ও নিরাসক্তি আমাদের উদ্দিগ্ন করেছে। তসলিমা নাসরিন প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সরকার কোন ইতিবাচক সাড়া দেয় নি। এমন কি তাঁর বাংলাদেশের পাসপোর্টও কোন দূতাবাস বা ইমিগ্রেশন মন্ত্রণালয় নবায়ন করে নি। তাঁর আবেদনের কোন উত্তরও তিনি পান নি। এধরনের পদক্ষেপ সরকারের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে না। ড. তসলিমা নাসরিন যদি অবাস্তব(?) ব্যক্তি হন, তাহলে তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হোক। বাংলাদেশের একজন নাগরিক সুইডিশ পাসপোর্ট নিয়ে দেশ-দেশান্তরে অনাথের মত ঘুরে বেড়াবেন, তা অমানবিক। আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে অবস্থান নেয়া পাক সামরিক জাঙ্গার দোসর গোলাম আজমকে নাগরিত্ব ফিরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তসলিমাকে দেশে ঢুকতে দেব না- এ কোন ন্যায় নীতি? আমরা দাবি জানাই ড. নাসরিনের দেশে ফিরে আসার পথে সকল প্রতিবন্ধকতা অবিলম্বে দূর করা হোক।

মুক্তাশেষায় প্রকাশিত যে কোন লেখাতেই লেখকের নিজস্ব মত প্রতিফলিত হয়। কোন লেখা সম্পর্কে কারও ভিন্নমত থাকলে তা যুক্তিসহ তুলে ধরার জন্য আমরা সম্মানিত পাঠকদের প্রতি আহ্বান জানাই। আমরা সসম্মানে তা প্রকাশ করার অপেক্ষা রাখি। পরিশেষে আবেদন জানাই: মুক্তাশেষায় লিখুন, মুক্তাশেষার গ্রাহক হোন এবং এতে বিভ্রাট দিন। আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের চলার পাথেয়।

## পাঠকের পাতা:



### সম্পাদকের দপ্তর থেকে

মুক্তমনার রূপে মুক্তাশ্বেষার ৫ম সংখ্যা (তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯) প্রকাশের সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রূপে বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। এর মধ্যে দু'একটি এখানে উৎকলিত হল:

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এর কল্যাণে মুক্তমনার ইস্যুগুলো নিয়মিত পেতাম। এখন দেশের বাইরে থাকার কারণে পাওয়াটা মুশ্কিল। ইস্যুগুলো থেকে আমার মনে হয়েছে যে, লেখার মান ডেফিনিটলি ভাল, কিন্তু লে আউট ডিজাইন এবং ইলাস্ট্রেশনের দিক থেকে মুক্তাশ্বেষা'র কিছু ঘাটতি রয়েছে। এর সাথে যদিও অর্থনৈতিক বিষয়টা জড়িত আছে, তবু আরেকটু কিছু কি করা যায়? এ যুগে তো প্রেজেন্টেশনের একটা গুরুত্ব থেকেই যায়। অন্তত আরো বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করার দিক থেকে।

- বকলম

২২/১/২০১০

মুক্তমনার এডমিন বিভাগের এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া :

বকলম,

আপনার কথা ঠিক। মুক্তাশ্বেষার লে আউট ডিজাইন এবং ইলাস্ট্রেশনের দিকে আরো নজর দেয়া প্রয়োজন। কভার-প্রচ্ছদও খুবই গতানুগতিক হয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রথম সংখ্যাটির কভার ডিজাইন বেশ পছন্দ হয়েছিল। এখনকার ডিজাইনটা একেবারে সেকেলে- আশির দশকে বেরুনো 'বিজ্ঞান সাময়িকী' টাইপের পত্রিকাগুলোর মতো। প্রচ্ছদ আরো আধুনিক করা প্রয়োজন।

বোধ হয় দামের কথা মাথায় রেখে যতদূর সম্ভব সুলভমূল্যে পাঠকদের ঘরে পত্রিকা পৌঁছে দেবার চেষ্টাতেই এসব আনুষঙ্গিক ব্যাপারে নজর না দিয়ে পত্রিকার গুণগত মানের উপরেই বেশি জোর দেয়া হয়েছে। শুনেছি দু'হাজার কপি ছাপানোর সাথে সাথেই এটি বাজার থেকে নিঃশেষ হয়ে যায়। মানের জন্যই বোধ হয় এটা সম্ভব। আর দুর্মূল্যের বাজারে মুক্তাশ্বেষার মত পত্রিকার দাম মাত্র ৩০ টাকা রাখাটাও চাঞ্চিখানি কথা নয়।

আরেকটা ব্যাপার - আমরা যতদূর জানি দেশের বাইরেও মুক্তাশ্বেষা সাবস্ক্রাইবের সুযোগ রয়েছে। আপনি ইমেইলে সাইফুর রহমান তপন (tapan@spb.org.bd) -এর সাথে যোগাযোগ করুন।

- মুক্তমনা এডমিন বিভাগ।

[http://www.mukto-mona.com/bangla\\_blog/](http://www.mukto-mona.com/bangla_blog/)

প্রিয় বকলম,

মুক্তাশ্বেষা সম্পর্কে আপনার সূচিন্তিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য ধন্যবাদ। আপনার সুপারিশগুলো আমাদের বিবেচনায় থাকবে। সর্বাঙ্গীন সাজানো ও চিত্রিক উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করছে 'সুন্দরম'। খুব একটা খারাপ হচ্ছে কি? অবশ্য উন্নতির সুযোগ তো সব সময়ই থাকে। অভিযোগ করা হয়েছে আমাদের প্রচ্ছদটি সেকেলে ঢংএর। মনে হয় পরমাণুর প্রতীকি চিহ্ন স্থান পাওয়ায় এই ধারণার উদ্বেক হয়েছে। প্রচ্ছদটি তৈরি করেছেন বিখ্যাত স্থপতি অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস। পরমাণু প্রতীক দিয়ে মুক্তাশ্বেষার বিজ্ঞানীসুলভ অনুসন্ধিস্নাকে আর ফুলের প্রতীক দিয়ে আমাদের সৌন্দর্যবোধের কথাই বোধ হয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। আমরা চেষ্টা করছি নতুনতর প্রচ্ছদ পরিকল্পনের - ইতিমধ্যেই দু'একজন শিল্পীর সাথে আলাপ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা- আমরা প্রচ্ছদ দিয়ে মুক্তাশ্বেষার অন্তর্ভবিকে তুলে ধরতে প্রয়াস পেতে চাই- একটি স্থায়ী রূপ সৃষ্টি করতে চাই। পাঠক পত্রিকাটি হাতে তুলে নিলেই যেন বুঝতে পারেন তিনি 'মুক্তাশ্বেষা' হাতে নিয়েছেন। ৫০-৬০ এর দশকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত আতাউর রহমান সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে চাই। তাই ঘন ঘন প্রচ্ছদ পাল্টানোর পক্ষপাতী আমরা

নই। আমাদের ১ম সংখ্যার প্রচ্ছদটি অনেকের ভাল লেগেছে  
- এখানে সেটি তুলে ধরা হলো।  
-সম্পাদক



উল্টে পাণ্টে কয়েক পৃষ্ঠা দেখেছি। দুইটা লেখাও পড়েছি। খুব  
ভাল লাগল। আজিজ থেকে এক কপি জোগাড় করতে হবে  
অচিরেই ... ..।

- শিক্ষানবিস

২২/১/২০১০

মুক্তাশ্বেষার ৫ম সংখ্যাটি আপনার ভাল লেগেছে জেনে  
আমাদেরও ভাল লাগল। পুরো পত্রিকাটি পড়ুন আরও ভাল  
লাগবে। বর্তমান সংখ্যাটিও আশা করি আপনার চাহিদা পূরণে  
সমর্থ হবে।

-সম্পাদক।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার সম্পাদিত মুক্তাশ্বেষার ৩য় বর্ষের ১ম সংখ্যাটি  
পড়লাম। সবগুলো লেখাই আকর্ষণীয়। এর মধ্যে বিপ্লব  
রহমানের 'অপারেশন মোনাম্মে খান কিলিং' আর অভিজিৎ  
রায়ের বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধ 'মানব প্রকৃতির জৈববিজ্ঞানীয় ভাবনা' -  
এই দুটি লেখার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বীর প্রতীক  
মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের দুঃসাহসিক অভিযান রোমাঞ্চকর  
উপন্যাসের কাহিনীকেও হার মানায়। বীর প্রতীককে হাজারো

সেলাম, আর এই অপূর্ব কাহিনী সার্থকভাবে তুলে আনার জন্য  
বিপ্লব রহমানকেও ধন্যবাদ।

অভিজিৎ রায়ের লেখা আমাকে সব সময় আকৃষ্ট করে, কঠিন  
বিষয়বস্তুকে পাঠকের বোধ্য ভাষায় সহজ করে পেশ করার  
এক দক্ষ কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। সব কিছু না বুঝলেও  
তার এই মননশীল প্রবন্ধটি আমার চিন্তাকে নাড়া দিয়েছে।  
কিছু প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। আমাদের আচার-আচরণ, ভাবনা  
চিন্তা সবই কি তাহলে পূর্বপুরুষ থেকে সঞ্চারিত ও প্রাপ্ত  
বংশাণু এককসমূহ বা জিন প্রভাবিত? আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক  
পরিচর্যায়, সাংস্কৃতিক অনুশীলনে, আচার-আচরণে, আমাদের  
পরিবেশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদির কোন ভূমিকা নেই,  
কোন প্রভাব নেই? সবই জিন প্রভাবিত, পূর্ব নির্ধারিত?  
পূর্বপুরুষ থেকে সঞ্চারিত আমার হিংস্র স্বভাবের কোন  
পরিবর্তন ঘটান সম্ভাবনা নেই, পরিশীলিত নম্রস্বভাব আমি  
কোন দিনই আয়ত্ত করতে পারব না? ভাবতে কষ্ট হয়।

সুশীলা প্রামাণিক,

১ম বর্ষ, বিজ্ঞান

ভিকারুল্লাহা স্কুল ও কলেজ,

বেইলি রোড, ঢাকা

কল্যাণীয়া সুশীলা,

তোমার চমৎকার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। অভিজিৎ রায়ের  
প্রবন্ধটির কারণে তোমার মনে যে সব প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে- তা  
খুবই স্বাভাবিক ও আকর্ষণীয়। ধৈর্য ধরে অভিজিৎের ২য়  
পর্বটি পড়। অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে। অভিজিৎ নিজেই এ  
সব প্রশ্নের অবতারণা করেছেন এবং উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব  
দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে সব প্রশ্নের জবাব তো মিলবে  
না। তোমাকে নিজেই এর উত্তর পেতে হবে। জিন প্রভাবিত  
মানসিক প্রভাব থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে তার  
সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। বিবেক  
(conscience) তাকে জানিয়ে দেয় কোনটা ভাল কোনটা  
মন্দ- প্রবৃত্তি যতই তাড়না দিক না কেন।

- সম্পাদক

